

ফাল্গুন

কামরুল হাছান

ফাল্গুন তুমি এসেছ আবার

এই রূপসি বাংলায়

বসেছি ভুলতে বিসন্ন মনে

ফাল্গুন এসেছ আবার

এই বাংলায়।

প্রিয়র মুখের ধ্বনির আওয়াজে

ছলছল মনের কথার আলাপে

পেরেছি বুঝতে এসেছ আবার

এই বাংলায়।

রুদ্ধশ্বাসে হঠাৎ জেগে

কি করবো পাইনি ভেবে

একবার নয় বার বার বলি

ফাল্গুন তোমায় স্বাগত জানাই।

এখন আমি আপ্ত মনে

বরণ করে নেব তোমায়

এসেছ বলে

এই বাংলায়।

পাখির ডানায় ফাল্গুনের পাখা

তরুনের গায়ে ফাল্গুনের মায়া

বৃদ্ধের গায়ে আগুনের ছায়া

শিশুর মুখে হাসির কান্না।

ফাল্গুন!

কি মহিমা তোমার

কি বা নিরাময়

ফাল্গুন বার বার আসবে

দুয়ে মুছে নিবে কান্নার ধ্বনি

বার বার প্রতীক্ষায় থাকবো আমি।

ফাল্গুন

বার বার তুমি আসবে জানি

কি বলব তোমায়

অঙ্গ যে তুমি, বাংলার আমি

স্বাগত জানাই ফাল্গুন তোমায়।

বিসন্ন মনে হারবে না জানি

হয়ত আমি অমনোযোগী

ফাল্গুন এখন আমারি ছায়ায়

প্রিয়া তোমায় ধন্য জানাই

যেমনি ছিল তোমারি ডানায়

ধন্যবাদ

ফাল্গুন তোমায়।

জন্মদিন

কামরুল হাছান

জন্মদিন মধুর ভাষা এই মোদের কল্পনা ,

কবে আসে এমন দিন এই মোদের বাসনা;

পথ পানে চেয়ে এসেছে দ্বারে

পালিত হয় নি বিমূঢ় সে যে;

তবু বিমূঢ়তায় আসবে নবীন সাঁজে-

ঘুর-ফাঁক খেয়ে আসবে আবার ফুলের সুবাস মেখে।

বাঙ্গালি

মো: কামরুল হাছান

ক্ষুধার্তের মাঝে অশ্রুস্ফুট মৃদু হাসি
সংগ্রামের মাঝে লেলিয়ে দেওয়া রক্তের হাঁড়ি
ভাষার প্রতি দৃষ্টি আমার কাতরানো নজর
সকলের মাঝে গর্ব করে বলাই ধর্ম আমার
আমি তো বাঙ্গালি
বাংলাদেশী ॥

কি করিব আমি, বলিব বা কি
কণ্ঠ কুহরে যখনি শুনি
দৃষ্টি দিয়ে যখনি দেখি
তখনি ভাবি, এমন কি বলি
আমি কি বাঙ্গালি!
না বাংলাদেশী ॥

অশ্রু দিয়ে মুছবে না আর
কন্দন দিয়েও পারিব না আর
কতটুকু বলিব লিখিয়া আর
তবু মুচকি হাসিয়া একবার বলিব
জাগ্রত কর-
মুখে নয় চিত্তকে বল
আমি তো বাঙ্গালি
বাংলাদেশী ॥

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আসিনি আমি

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছি আমি

আঁখি কি না পূবসরি

বুঝিনি অতটা আমি

জেনে রাখো হে বাঙ্গালি

লাল হাঁড়ি বিলিয়ে

আমি পরিপক্ক বাঙ্গালী

বাংলাদেশী ॥

সকল ভাষার মা জননী

সে কে জানে হে বাঙ্গালি

উর্দু , ফারসি,হিন্দী,--সকল ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে

লাল হাঁড়িকে স্বর্গে ঠেলে

তুমি তো পরিপক্ক বাঙ্গালি

বাংলাদেশী ॥

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জ্বলছে হাসি

দুর্নীতি সে তো আরে-

অন্ন গলদের একটি ধাপে সবল

হারাবে কি তুমি প্রতিটি পক্ষ

জেগে ওঠো জাগ্রত হও

তোমাকে বলছি-

তুমি তো পরিপক্ক এক বাঙ্গালি

বাংলাদেশী ॥

বাঙ্গালি-

তুমি কি ক্ষুদ্র!

জানো তুমি ক্ষুদ্র আমি

ফুলের কলির মালায়

তবু সেটা দেবো না

অন্য কারো গলায় ॥

জেনে রাখো, আমি পরিপক্ব বাঙ্গালি

বাংলার মাটি।

রাজনীতি

মোঃ কামরুল হাছান

স্বাধীণ শব্দের অর্থ যে কি-

জানিস কি রে ভাই?

জানি, তবে বলতে গেলে থমকে দাড়াই;

তবু বলে যাই ।

স্বাধীণ মানে থাকবে না যে,

কোন হানাহানি-

থাকবে শুধু ভালোবাসা এমনটাই জানি ।

আমার দেশের স্বাধীনতা কি বলবো রে ভাই,

নেই তো তারই ছোঁয়া তবু বলে যাই ।

বলতে গেলে থমকে দাড়াই ভয়ের তপস্যয় ,

কঠিন একটা রোগের কথা বলে যাই রে ভাই ।

রাজনীতি আমার এমন খারাপ-

উহার ঔষধ নাই ।

মরে যাব চিরতরে,

বুঝবি তবে ভাই ।

স্বাধীনতার অগ্নিকথা

মোঃ কামরুল হাছান

স্বাধীনতা

তুমি আছ বলেই কথা বলি

তুমি আছ বলেই হৃদয়ে হাসি

তুমি আছ বলেই মায়ের কোলে শিশুর হাসি।

স্বাধীনতা তুমি

তুমি আছ বলেই স্বপ্ন দেখি

অশ্রু ধারার সিক্ত হাসি

তুমি আছ বলেই উর্দু ভাষার চাবি কাঁড়ি।

স্বাধীনতা তুমি

রক্ত স্রোতে ভেসে যায়

তুমি আছ বলেই বাংলা ভাষা শক্ত হয়

তুমি আছ বলেই জাতীয় ভাষা বাংলা হয়।

স্বাধীনতা তুমি

ভেসে আসে শেখের অধিকার

চলে আসে পাকের ছিন্নকারী অঙ্গীকার

তবু থেমে নেই স্বাধীনতা!

স্বাধীনতা!

মায়ের কোলে রক্ত দেখি

শহিদ ভাইদের কবর গুনি।

স্বাধীনতা !

তুমি নেই বলেই প্রতিবেশীর সাথে থাকা

তুমি নেই বলেই লুকিয়ে থাকা

তুমি নেই বলেই শিশুর মুখে চাপা দেওয়া

তুমি নেই বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়া

তবু তুমি স্বাধীনতা , তবু তুমি স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি

দিয়েছ জয় ধ্বনির অধিকার

বাঙ্গালী জাতির অধিকার ।

মা

মোঃ কামরুল হাছান

একবার ভেবেছ কি 'মা' নামক শব্দটি-
স্রষ্টার সৃষ্ট এ জগৎতের শ্রেষ্ঠ।
দূরে গেলে বুঝে মন
মা যে আমার কত আপন;
অসুস্থতায় ভুগি যখন
মায়ের কথা ভাবি তখন।
অশ্রু ভরা চোখ দিয়ে
দোয়া করে প্রভু কাছে;
মায়ের দোয়া কবুল করে
প্রভু আমায় সুস্থ করে।
স্বার্থ ছাড়া মাগো তোমার কত বড় অঙ্গীকার,
কল্লিত জগৎতে যখন দেখি মায়ের মুখ,
দুখ মুছে হয় সুখে।

মা-

তুমি অনেক বিস্তৃত,
লিখে হবে না ইতি।
ভালো থাকো মাগো তুমি
এটাই আমার অঙ্গীকার।

বৈশাখ

মোঃ কামরুল হাছান

এসো, এসো আমার ধারায়

কে যেন আসে প্রাকৃতিক হাওয়ায়

কে যেন আসে গাছের ডগায়

তবু এসো, তবু তুমি এসো ॥

কোকিলের কণ্ঠে ভেসে আসে গান

প্রাকৃতিক হাওয়ায় দোলা দেয় প্রান

তবু এসো ,তবু তুমি এসো ॥

তুমি এসো বলেই গ্লানি থেমে যায় ,

তুমি এসো বলেই ঐতিহ্য রয়ে যায় ,

এসো, আর আসবে বলেই- স্বাগত তোমায় ।

কল্পতরু

মোঃ কামরুল হাছান

আমি অধিকার নিয়ে কথা বলি

অধিকারের ভাষায় কথা বলি

মগ্ন হয়ে কথা শুনি

অধিকারের গল্প লেখি।।

কবির কাব্যিক ভাষায় আমি অঙ্ক

অধিকারের ভাষায় আমি দুরূহ

অধিকার আমার লেখা

আমি অধিকারের লেখা-লেখি।।

সকল অধিকারে হয়ত অঙ্ক

শিশুর অধিকারে আমি ধূর্ত

আমি অধিকার নিয়ে কথা বলি

অধিকারের ভাষায় লেখালেখি।।

শিশুর অধিকারে আমি মগ্ন

নারীর অধিকার আদায়ে আমি উগ্র

সমাজের চোখে আমি ক্লান্ত

অধিকারের অক্ষে আমি প্রশস্ত।।

শিশু শ্রমে আমি প্রতিবাদী

শিশুর বিশ্রামে আমি বাদী

আমি শিশু শ্রম নিয়ে কথা বলি

মগ্ন হয়ে শিশুর স্বপ্ন শুনি-গল্প বলি ।।

শিশুর অধিকারে আমি লজ্জিত
নারীর অধিকারে আমি সংকীত
সমাজের চোখেও আমি লাঞ্চিত
কারণ অধিকারের ভাষায় আমি লেখা-লেখি
শিশু শ্রম নিয়ে কথা বলি ।।
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলছি আমি
শিশু অধিকারে মগ্ন আমি
স্বপ্নের মাঝে গল্প বুনি
শিশুর বেড়ে উঠার নকশা আঁকি
আদায় করব সকল বাণী।।
মনে রেখ জাতি
শিশুরাই জাতির পিতা
শিশুই তোমার পিতা
শিশুই তোমার মাতা
আমি শিশু অধিকার নিয়ে কথা বলি
শিশুদের নিয়ে লিখালেখি।।
ওরাই হবে বীরের বীর
ওরাই জাতির রাজাধিরাজ
তোমার মুক্তির মৃগরাজ
জাতি মুক্তির কোকনদ
অধিকার আমার ভাষা
আমি শিশুর অধিকারের কথা বলি।।

সূর

মোঃ কামরুল হাছান

জেগে ওঠো জনতা, জাগ্রত হও
জাগ্রত কর চিত্তের বাণ
জেগে ওঠো জনতা, জাগ্রত হও
জাগ্রত কর হৃদয়ের ঠান।।
জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও
জাগ্রত কর স্বাধীনতার গান
জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও
জাগ্রত কর সকলের গান।।
জাগ্রত কর নবজাগরণের গান
জাগ্রত কর প্রারম্ভের স্মৃতি
কর জাগ্রত সকল বিশ্রুতি
জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও।।
জাগ্রত কর সকল বিরাগ
কর জাগ্রত সকল বদ সন্দেশ
বিনাশ কর অসিত সমাচার
জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও।।
নয় মনস্তাপ হবে রফা
দীপ্ত হয়ে জাগো বাংলা
বল আমি রুঢ় নয় খাটি বাঙাল
জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও।।

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও

জাগ্রত কর জয়ধ্বনি

কর জাগ্রত গনতন্ত্রের বাণী

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও॥

নূরের স্মৃতি মনে করে

নেমে পড় লাঠি নিয়ে

পিঠে হবে নূরের স্মৃতি

লিখা হবে “স্বৈরতন্ত্রের নিপাত যাক, গনতন্ত্র মুক্তি পাক”

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও॥

স্বরণ করে দেও লিংকন বাণী

শোষণমুক্ত কর গনতন্ত্রের পুঁথি

সকলের মুখে চাই একটাই বাণী

“For the people, of the people and by the people.”

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও॥

জনতা!

তুমি শোষিত হবে

না হুংকার দিয়ে জাগ্রত হবে

না কামানের ভয়ে গুটিয়ে যাবে

না বন্দুকের নলের অগ্নে বুক পেতে দেবে

না বিপ্লবী বেশে এগিয়ে যাবে

না স্বৈরতন্ত্রের পুঁথিতে বন্ধ হবে

কি জনতা!

কবি

বিশ্বাস রেখো মোদের মাঝে

কর বিশ্বাস কিংবদন্তির মাঝে

মোরা তমঃ নয়

মোরা বহিঃ

উৎকৃষ্ট উত্তীর্ণিতে মোরা অভেদ

দেখ কবি!

মোরা অগ্রে হলেও নব্য

হবে না মালিন্য হবে ঐন্দ্রজালিক

নয় পরিতাপ হবে হর্ষ

বিজয় মোদের নিতান্ত

এটাই মোদের ভাষ্য।

বাদনাতলী

কামরুল হাছান

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

বাদনাতলীর ছোট পল্লীতে

তোরা থাকিস, ভালো থাকিস

মনে রাখিস মাতানো গানের সুরে সুরে

মাতানো আড্ডা আর গিটারের তালে তালে

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

বাদনাতলীর ছোট পল্লীতে।

মনে পড়বে কৃষ্ণচূড়ার শিকড়ের কোণে মাতানো গানের সুরে

গোধূলীর সেই আড্ডাতে

টি-স্টলের ভাগাভাগিতে

তোরা থাকিস, ভালো থাকিস

মনে রাখিস আড্ডা আর গানের তালে তালে

বন্ধু তোদের মনে পড়বে....মনে পড়বে....

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

বাদনাতলীর ছোট পল্লীতে।

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

রাত জেগে গাওয়া গানের মৃদু সুরে

তোরা ডাকিস- তোরা বলিস

তবে আসবো জয়ন্তীর শুভ ক্ষনে

নাচবো, গাইবো, মাতবো-মাতাবো গানের তালে সুরে

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

বাদনাতলীর ছোট পল্লীতে।

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

গিটার আর বাঁশির তালে সুরে

প্রিয়া তোমায় মনে পড়বে

জীবনের প্রতি ক্ষনে ক্ষনে

যা তুমি করেছে উগু

হৃদয় অন্তঃপুরে।

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

জানি তোরা আসবি, চলে আসবি আর তোরাই থাকবি

বাদনাতলীর ছোট পল্লীতে।

তোরা থাকিস, ভালো থাকিস, মনে রাখিস

জীবনের ক্ষনে ক্ষনে

বন্ধু তোদের মনে পড়বে

বাদনাতলীর ছোট পল্লীতে।

মেঘলা

কামরুল হাছান

মেঘলা দিনের বাদলা হাওয়ায়

কোকিল সুরের বেসামাল মনে

চুপটি করে গোপন সুরে

পাগল মনে কে যেন আমায় ডাকে রে

কে যেন আমায় ডাকে রে। |

দূর দূরান্তে পাল উড়িয়ে

শাপলা মালায় তোমার গলায়

বেসামাল করে পাগল সুরে

কে যেন আমায় গঁথে রাখে রে

আমায় গঁথে রাখে রে। |

চুপটি করে গোপন সুরে

কানে মুখে শুধু বলে রে

তুমি আমার মালা যে। |

তুমি আমার বালা রে। |

মেঘলা দিনের বাদলা হাওয়ায়

বেসামাল হয়ে কোকিল সুরে

পাগল মনে কে যেন আমায় ডাকে রে

কে যেন আমায় ডাকে রে। |

প্রেম কখনো মধুর

কামরুল হাছান

প্রেম মানে অজানা পথে মিটি মিটি হেঁটে যাওয়া

গুনগুনিয়ে গাওয়া গান

চুপটি চুপটি করে হাসা

ভেবে ভেবে সময়কে সময় দেয়া

দৃষ্টির অগোচরে হারিয়ে যাওয়া

কোন পথিকের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকা ।।

প্রেম মানে দৃষ্টির অগোচরে অজানা পথকে খোঁজা

হাসি কান্নার মাঝে

দূর বহুঁ দূরে

বেদনা বিধূরে

খুজতে খুজতে খুঁজে পাওয়া ।।

প্রেম মানে লুকিয়ে দেখা

লুকিয়ে থাকা

স্বপ্নের ছোঁয়ায় হৃদয়ে হাসা

স্বপ্নের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাওয়া ।।

প্রেম মানে বয়ে আনে

বিধাতার স্বর্গের সুখ

কখনও পাথর কিংবা কহিনূর

জীবন ভর দুঃখে

ভরে দেয় বুক

কখনো চেনা-অচেনা সুর.....| |

প্রেম মানে হাসির মাঝে কান্নাকে

চেপে রাখা সুর

কখনো চেনা

অচেনা কোন সুর.....| |

প্রেম মানে মৃত্যুকে কাছে টেনে নেয়

জীবন ভেবে মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দেয়

তবু ভাষ্য আমার

প্রেম শুধুই মধুর

চেনা-অচেনা দূর বহুঁ দূর

চেনা- অচেনা সুর | |

অক্ষির ত্রিদশালয়

কামরুল হাছান

তোমার অক্ষি-যুগল যেন এক প্রেমের দুয়ার

বলে এসো এসো, এসো খুলে দ্বার

ঈক্ষণের পাঁপড়ি নয় যেন কান্তিমতী বহু নন্দিনীর নন্দিত হাসি

তবুও থাকে যেন তারা তমিস্রার অতলে, তোমার-ই বাঁকানো চাহনীর
তরে।

বাঁকানো চাহনীতে কথা হয় যখন তোমাতে-আমাতে

বলে অন্তঃলগ্ন মিটিমিটি, কি বলে জানানো!

কিবা কি শুনে শ্রোত্র! উলঙ্গ পাঁপড়ির চাহনীতে

দেখি স্বপ্নতরীতে হাজারও রম্য রমনী, করছে তারা রমণীয় স্মৃতির-
গীতি।

তোমার কমলাক্ষময়ী অঙ্গনা বলে আসাড় পিয়াসের প্রনয়ী স্বরে

বলে এসো এসো, এসো খুলে দ্বার

এসো খুলে দ্বার আমার-ই প্রেমের দুয়ার।

তোমার সুচারু অক্ষি যেন ভুলোকের ভূধর কিবা উপ-অদ্রির ইন্দ্রালয়

পাই দেখতে দৃকেরও গহীনে; অন্তরীক্ষের-আচন্মিভের মনোরথের খোঁজ

যেন গহনের গহীনে দেখি, দেখি ঈশিত্বের শোভমান সুখ

বলে এসো এসো, আমার-ই প্রসূন ফোঁটা পাদপের তলে

একটু আসাড়ও কর- কর না! গন্ধবাহ বসুমতীর তরে।

ললিত আঁখি তোমার-ই, বলে তাহা মিটিমিটি

বলে চল চল জলনিধির পাঁড়ে চল

দেখ দেখ-ঐখানে দেখ, পয়োনিধির গহীনে তোয়নিধির অরণ্য

যেন অক্ষিতে দেখি তখনি মিটিমিটি-

প্রজাপতির হাজারও ইন্দ্রালয়ের আলেক্স, দেখি মোর ঈক্ষণের গহীনেরও
গহীনে।

শুনো, তুমি আগন্তুক নও, তুমি মোর জীবনের মহী

তুমি শুধু সুনয়নাই নও, চন্দ্রমুখীর চেয়েও রূপসী

প্রিয়বদার স্বরে তুমি বাচস্পতি, তুমি প্রগলভা

মোর দেখা তুমিই রূপবতী অনসূয়া;

তোমার বাক্যবাণেও যেন পাই শুনতে,

শুনতে পাই সুস্মিতার শুচিস্মিতার সুরে কল্লমিশ্রিত নয়নাবিরাম
গীতিকবিতা।

তোমার অক্ষি-যুগল যেন এক প্রেমের দুয়ার

বলে মিটিমিটি- এসো কবি এসো, এসো খুলে দ্বার

বলে চল চল জলনিধির পাঁড়ে চল

দেখ দেখ- ঐখানে দেখ, পয়োনিধির গহীনে তোয়নিধির অরণ্য

আর কত দেখবে আঁখি বলো! চল না যাই ইন্দ্রালয়ের তরে;

মৃদু হাসিমাখা-ঠোঁটে বলে কবি মিটিমিটি সুরে, যাব না হারিয়ে ইন্দ্রালয়ে

চেয়ে চেয়ে যাব হারিয়ে তোমারি অক্ষির ত্রিদশালয়ের তরে।

নবাবপুর

২৬/১০/১৬

একটু কথা বলো নাহ্

কামরুল হাছান

এমন করছ কেন?

একটু কথা বলো নাহ্!

নাহ্ বলবো নাহ্

তোমার তো আমি কেউ না।

বললাম তো- এমন আর হবে নাহ্

একটু কথা বলো নাহ্

বললাম তো- আমি আজ কোন কথাই বলবো নাহ্

কথা নাহ্ বললে আমার, ভালো যে লাগবে নাহ্।

লাগবে না কেন! আমি কি তোমার কেউ? তোমার তো আমি কেহ নাহ্

হৃদয়টা একটু দেখ নাহ্, বেড়ে গেছে নিঃশ্বাস যে

আটকে আছে মায়াটা, তবুও একটু তাকাও নাহ্

আটকেই তো থাকবে, আমি তো তোমার কেহ নাহ্।

একটু কথা বলো নাহ্

বললাম তো- কথা আজ বলবো নাহ্

অমন করছ কেন?

একটু কথা বলো নাহ্, ভালো যে আমার লাগে নাহ্।

ফাল্গুন আমি দেখিনি

দেখিছি তোমার শাড়িটা

কি সুন্দর আমার- হলদে মায়া পাখিটা

দেখবা কেমনে, আমি তো তোমার কেহ নাহ্।

একটু কথা বলো নাহ্

বললাম তো- আজ একটু কথাও বলবো নাহ্

ওগো, তুমি এমন করো নাহ্

একটু কথা বলো নাহ্, আমার যে ভালো লাগে নাহ্।

আজ কৃষ্ণচূড়া গাছ তো আমি দেখি নাহ্

দেখেছি মাথায় তোমার হিজাবপড়া চূড়াময়ী পাপড়িটা

দেখবা কেমনে?

আমি তো তোমার কেউ নাহ্।

একটু কথা বলো নাহ্, দৃষ্টিটা একটু পেরাও না

বললাম তো- আজ একটা কথাও বলবো নাহ্

তোমার চক্ষুতে এক মায়ার সাগর, আমায় একটু দেও নাহ্

অমন করছ কেন? মায়া চোখে একটু ফিরে তাকাও নাহ্।

ঠোঁটে তোমার জ্বলোছে প্রদীপ

ফুটছে ফুল, ফুটেছেও আবার লাল গোলাপের সমাবেশ

অমন করছ কেন? আমায় একটা ফুল দেও না

দেবো নাহ্, আজ একটা ফুলও দেবো নাহ্, একটা কথাও বলবো নাহ্।

হু লাগবে নাহ্, তবুও একটু কথা বলো নাহ্

বললাম তো- আজ একটু কথাও বলব নাহ্

ওগো, তুমি এমন করো নাহ্

একটু কথা বলো নাহ্, ভালো যে আমার লাগে নাহ্।

একটু কথা বলো নাহ্

আজ তোমায় নিয়ে লিখবো যে- ভালোবাসার কবিতা

লাগবে নাহ্, আমি তো তোমার কেউ নাহ্

কবিতামালা- লিখতে তোমার হবে নাহ্, তোমার তো আমি কেউ নাহ্।

তোমার কণ্ঠে- যে এক মায়ার সাগর

একটু কথা বলো নাহ্, ঠিক আছে- কথা বলা লাগবে নাহ্

একটা গানের একটা কলি- গেয়ে তুমি শুনাও নাহ্, আমার প্রিয় 'আকাশ
গান'টা গাও নাহ্

পারবো নাহ্- একটা গানও গাইবো নাহ্, আমি তো তোমার কেউ নাহ্।

থাক- গান গাওয়া লাগবে নাহ্

প্রিয় তোমার হেলাল হাফিজ- একটা কবিতা বলো নাহ্

দ্রোহ- প্রেমের কয়েকটা লাইন শুনাও নাহ্

পারবো নাহ্- আমি কি তোমার কেউ!, তোমার তো আমি কেউ নাহ্।

একটু কথা বলো নাহ্

বললাম তো- আজ একটু কথাও বলবো নাহ্

ওগো, তুমি এমন করো নাহ্

একটু কথা বলো নাহ্, আমার যে ভালো লাগে নাহ্।

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

কামরুল হাছান

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছেই

সেই জোয়ারে যাব ভেসে আমরা দু'জনে

ভাসব দু'জন, ভাঙ্গা-গড়া এক প্রেমের তরীতে।

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছে...।।

ভাঙ্গা-গড়া প্রেমের তরী

ধীরে ধীরে যাবে বহি

ক্লান্ত-শ্রান্ত, ভাঙ্গা-গড়া চড়ের অরণ্যে

করব বাস আমরা দু'জন

পক্ষী-কুলের ঐ অরণ্যতে, অরণ্যের-ই প্রেমে..

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছেই ।

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছেই ।।

নির্জনতার ঐ অরণ্যেতে- থাকব শুধু তুমি-আমি

অরণ্যের-ই; নব প্রেমের- নব জগতে

করব প্রেম আমরা দু'জন

অজানা সেই অরণ্যেতে

পাখ-পাখালির আনন্দঘন কোলাহলের

নব প্রেমের- নব জগতেই নব-জগতেই ।

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছেই জোয়ার তো আছেই ।

সেই জোয়ারে যাব ভেসে আমরা দু'জনে

ভাসব দু'জন, ভাঙ্গা-গড়া এক আনন্দময়ী প্রেমের তরীতে

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছেই ।

কূল ভাঙ্গুক ক্ষতি নেই

জোয়ার তো আছেই জোয়ার তো আছেই ।।

নবাবপুর রোড, ঢাকা

০৮.১১.১৬

তারুণ্য

কামরুল হাছান

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন
করব পাঠ আমরা দু'জন
তোমার মনোমুগ্ধকর-সর্বজনীন এ কবিতা
অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন।

বাংলার মাঠে-ঘাটে-পথে-প্রান্তরে
এসেছে জোয়ার দুর্বার গতিতে
তারুণ্যের খেলা করে
আমরা যাব সেথায়, তোমরা কি যাবে?
চল যাই যাই, চল যাই- আমরা সবাই
তারুণ্যের মাতানো নব জোয়ারে;
চল যাই যাই, চল যাই- আমরা সবাই
তারুণ্যের মাতানো নব জোয়ারের;
লুকানো তারুণ্যের তরুণ ঢেউয়ের তালে তালে
চল যাই যাই, তারুণ্যের খেলায় খেলতে যাই।

চলে যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি
আমরা এখন-ই চলে যাচ্ছি
পড়েছিও এসে তারুণ্যের নব দুয়ারে।

সিঁথি, দেখ দেখ তারুণ্যের খেলা দেখ!

আমি দেখেছি যা, তুমি কি দেখছ তা! ওগো সিঁথি

নাকি দেখেছ আরও, দেখেছ তারুণ্যের বহু তারুণ্যময়ী খেলা!

রিকু, তুমি দেখিয়েছ যা বটে, দেখেছি তো তা বটে-ই

আরও দেখেছি এক পলকের গহনের গহীনে

দেখেছি আরও বহু তারুণ্যের নব খেলা, তারুণ্যের নব জোয়ারে

বলছে তারা-

এসো এসো এসো

তারুণ্যের নব জোয়ারে এসো

এসো এসো এসো

বিশ্ব জয় করতে এসো

এসো এসো এসো

অজানাকে জানতে এসো

নেমে পড় তারুণ্যের নব জোয়ারে, নব জোয়ারে

সিঁথি, দেরি কেন! এখন-ই চল চল চল

এখন-ই নেমে পড়ি চল

তারুণ্যের নব জোয়ারে

ওহে শুনো, শুনো শুনো

তুমি-তোমরা শুনো

আমরা পড়েছি নেমে তারুণ্যের নব জোয়ারে

তোমরা এসে পড়, পড় এসে- নব জোয়ারের নব পুলকে

বিশ্ব-ভ্রমের জয়ের লগ্নে

নাহি বসে থেকে, উঠে পড় এসে

তারুণ্যের নব জোয়ারে, জয়ের নেশাতেই ।

মনে-রেখো, রেখো মনে

জগদীশ্বরের অশেষ কৃপায়

করব আমরা জয়, আমরা-ই করব জয়

বিশ্বময়ী তারুণ্যের নব জোয়ারের নব খেলাতেই ।

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন

তোমার মনোমুগ্ধকর- সর্বজনীন এ কবিতায়

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন।

নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৩১.১০.১৬

জাগ্রত হও

কামরুল হাছান

জেগে ওঠো জনতা, জাগ্রত হও

জাগ্রত কর চিত্তের বাণ

জেগে ওঠো জনতা, জাগ্রত হও

জাগ্রত কর হৃদয়ের ঠান।।

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও

জাগ্রত কর স্বাধীনতার গান

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও

জাগ্রত কর সকলের গান।।

জাগ্রত কর নবজাগরণের গান

জাগ্রত কর প্রারম্ভের স্মৃতি

কর জাগ্রত সকল বিশ্রুতি

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও।।

জাগ্রত কর সকল বিরাগ

কর জাগ্রত সকল বদ সন্দেশ

বিনাশ কর অসিত সমাচার

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও।।

নয় মনস্তাপ হবে রফা

দীপ্ত হয়ে জাগো বাংলা

বল আমি রুঢ় নয় খাটি বাঙাল

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও।।

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও

জাগ্রত কর জয়ধ্বনি

কর জাগ্রত গনতন্ত্রের বাণী

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও॥

নূরের স্মৃতি মনে করে

নেমে পড় লাঠি নিয়ে

পিঠে হবে নূরের স্মৃতি

লিখা হবে “স্বৈরতন্ত্রের নিপাত যাক, গনতন্ত্র মুক্তি পাক”

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও॥

স্বরণ করে দেও লিংকন বাণী

শোষণমুক্ত কর গনতন্ত্রের পুঁথি

সকলের মুখে চাই একটাই বাণী

“For the people, of the people and by the people.”

জেগে উঠো জনতা, জাগ্রত হও॥

জনতা!

তুমি শোষিত হবে

না হুংকার দিয়ে জাগ্রত হবে

না কামানের ভয়ে গুটিয়ে যাবে

না বন্দুকের নলের অগ্নে বুক পেতে দেবে

না বিপ্লবী বেশে এগিয়ে যাবে

না স্বৈরতন্ত্রের পুঁথিতে বন্ধ হবে

কি জনতা!

কবি

বিশ্বাস রেখো মোদের মাঝে

কর বিশ্বাস কিংবদন্তির মাঝে

মোরা তমঃ নয়

মোরা বহিঃ

উৎকৃষ্ট উত্তীর্ণিতে মোরা অভেদ

দেখ কবি!

মোরা অগ্রে হলেও নব্য

হবে না মালিন্য হবে ঐন্দ্রজালিক

নয় পরিতাপ হবে হর্ষ

বিজয় মোদের নিতান্ত

এটাই মোদের ভাষ্য।

মান-অভিমান

কামরুল হাছান

এত রাগ করো না গো সখী
পাবে না সেথায়, খুঁজবে যেথায়
যে কূলে হারিয়েছে অনেকে প্রাণের সখা
এমন রাগ তুমি করো না গো সখী।
অভিমানের থাকে প্রাণ
হয় যদি তাহার ভালো মান
খারাপ মানের রসাতলে
হারিয়ে গিয়ে অভিমানের হয় কুষ্ঠপ্রাণ
এমন অভিমান করো না গো সখী।
হয় যদি অভিমানের গল্প-কথা
স্বপ্নের পাতায় পাতায় চলে আসে তাহা
যদি হয় তাহা কঠিন কথা
পুরোনো পাতায় পড়ে থাকে তাহা
চাই না আসুক সেথায়
এমন অভিমান করো না গো সখী।
অভিমানের কড়া কড়া মিষ্টি-দুষ্টু কথা
হয় যদি তাহা কথার কথা
যদি হয় তাহা স্বপ্ন-প্রাণের কথা
চাই তাহা কর তাহা
দেখতে চাই- এমন অভিমান করো গো সখী, করো তুমি সখী।
অভিমান ছাড়া জমে না প্রাণে প্রাণ
জমে না গো সখী হৃদয়েরও গান
ঠেলে দেয় দূরে অভিমানেই আবার

হয় যদি তাহা কঠিন মনের গান

এমন গান শনিও না গো সখী

চাই না এমন প্রাণ, চাই একটু সখা-সখীর অভিমানী গান।

এত রাগ করো না গো সখী

পাবে না সেথায়, খুঁজবে যেথায়

যে কুলে হারিয়েছে অনেকে প্রাণের সখা

এমন রাগ তুমি করো না গো সখী।

ওয়ারী, ঢাকা।

বিকাল-০৪:৩৫, ১৫.০৩.১৬

রমণীয় কবি

কামরুল হাছান

আমি রম্য জগতের রমণীয় কবি

লিখি রমণীয় বাহুতে

হাজারও প্রিয়সীর তরে

প্রিয়সী সকলে-ই যে তুমি, তোমারি গহনেরও গহীনে

কেন ভুল বুঝ! কেন-ই বা ব্যগ্র!

কেন বুঝ না! ওগো প্রিয়সী তুমি আমারে

জীবনের তরে যা-ও পাইলাম তোমারে

যদি যেতে চাও, যাও চলে যাও

দেব না বাঁধা, দেব উঠিয়ে তোমারে

আমারি প্রেমের তরীতেষ্ট

শুনো, লিখিব আরও, আরও লিখিব

হাজারও প্রিয়সীর তরে

তোমারি প্রেমের দূয়ারে দাঁড়িয়ে

আমি রম্য জগতের রমণীয় কবি

লিখি, লিখিব হাজারও রমণী-র তরে রমণীয় সুরে

সকল রমণী-ই যে তুমি, তোমারি গহনেরও গহীনে

কেন বুঝ না! ওগো প্রিয়সী তুমি আমারে

জীবনের তরে যা-ও পাইলাম তোমারে

যদি যেতে চাও, যাও চলে যাও

দেব না বাঁধা, দেব উঠিয়ে তোমারে

আমারি প্রেমের তরীতেষ্ট

আমি রম্য জগতের রমণীয় কবি

লিখি রমণীয় বাহুতে

শুনো, লিখিব আরও, আরও লিখিব

ফোঁটার প্রসূনের প্রেম

পড়বে চপলার গতিতে ছড়িয়ে

বসুমতীর আঁনাচে-কাঁনাচে

আমারি কবিতার গাঁথুনিতে

হাজারও প্রিয়সীর তরে

প্রিয়সী সকলি যে তুমি, তোমারি হৃদয়ের গহনেরও গহীনে

কেন ভুল বুঝ! ওগো প্রিয়সী আমারে

জীবনের তরে যা-ও পাইলাম তোমারে

যদি যেতে চাও, যাও চলে যাও

দেব না বাঁধা, দেব উঠিয়ে তোমারে

আমারি প্রেমের তরীতেষ্ট

আমি আছি, আমি থাকিব, আমি-ই হব তোমারি

রম্য জগতের রমণীয় কবি

লিখেছি, লিখব রমণীয় বাহুতেষ্ট

-----নবাবপুর রোড, ঢাকা/ ২৭.১০.১৬-----

রমনীর সেলফি

কামরুল হাছান

হঠাৎ পড়িল অজানা অক্ষিতে

মিষ্টি দুষ্ট-চেহারার মেয়েটিকে

বাঁকানো চোখের মায়াবী চাহনীতে

হিজাব পরিহিত কিউট দুষ্ট মেয়েটিকে।

তুমি কি জানো তাহা-

কিউট দুষ্ট মেয়েটি কে?

এ কি তুমি নাকি! নাকি অন্য কেউ কিবা তাহা কে?

আজি আবার পড়িল হঠাৎ অক্ষিতে আমারি

কর কিনা বিশ্বাস জানি না আমি

করিবে না বিশ্বাস হয়ত এমনকি তুমি

চমকিত হইলাম আমি আজও বারেবারে আরও

মায়াবী চাহনীতে তাহার তাকানোর কান্তিমতী ইস্টাইল দেখি

কিবা তাহার মুচকি চাহনীতে।

আরও মুগ্ধ হইয়া দেখিলাম যখন

অবাকের মাঝে আরও অবাক হইলাম তখন

এত মায়া দিয়ে কিভাবে তুলিছে সে

মায়াবী চোখে মায়া কালো চশমাখানি পড়েঐ ..

এমনকি রমনীয় আগুলি তুলে!

বুঝিতে নাহি বাকি!

কে সে এ মায়াবতী রূপবতী?

সে তো, সে তো নয় কেউ!

সে তো, কিউটি, কিউটি তুমি বটে

একি জানো তুমিষ্ট .?

নিশ্চয় হাসছ জানি- জানি তবুও পড়ছো তুমি

জানি একবার নয় বারবারেও পড়বে তুমি

তোমায় নিয়ে লেখা আমার এ কবিতাখানি!

পারোও যদি দেখিও একদিন আমিকে

তোমারি মত করিয়া- দেখিও আমিকে তুমি

শিখিব আমি, কিভাবে তোলো সেই ইন্সটাইলিস সেলফি তুমি

তবেই হয়ত পারিব শিখিতে আমি

কিভাবেই তুলো তুমি

এত মায়াবতী রমনীয় সেলফি তুমি....!

শেষ পত্র

কামরুল হাছান

রাত সারারাত প্রভাতে পাখির ডাক

এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে করেছি রাত্রি পার

ওগো প্রিয়া তুমি খুলে দাও দ্বার।

পাখির সুর নয়; যেন প্রিয়ার প্রিয় গান

ওগো প্রিয়া তুমি খুলে দাও প্রাণ

প্রিয়া তুমি একবার হলেও দাও খুলে দ্বার।

যদি পারিতাম দেখিয়েতে গাত্র ফাটিয়ে প্রিয়া ওগো

দেখিতে হৃদয়ে কত প্রদীপ জ্বলিতেছে;

তোমারি অপেক্ষায় পথ পান চেয়ে

ওগো প্রিয়া তুমি এসো, এসো খুলে দ্বার।

একবার প্রিয়া তুমি এসো, এসো খুলে দ্বার

না হয় প্রিয়া তুমি খুলে দাও দ্বার

তোমারি অপেক্ষায় করি কত দিবা রাত্রি পার

ওগো প্রিয়া তুমি খুলে দাও দ্বার।

বহুদিন পরে যখনি দেখেছি তুমারে

যেন করিতেছিল তোমারি অক্ষি জলজ্বল; মোর নিজ বাহুবল

ওগো প্রিয়া তুমি এসো নাহ! এসো খুলে দ্বার।

সেদিনের শেষ প্রহরীর ভালোবাসার লগ্নিতে

ওগো প্রিয়া তুমারে দেখিছি যখনি নিজ অক্ষিতে
বুঝিতে নাহি বাকি ভালোবাসো যে প্রিয়া তুমি আমারি
এদাঁড়-ওদাঁড়, এপথ-ওপথ চেয়ে থেকো না-গো প্রিয়া তুমি
এসো, এসো খুলে দ্বারে- আমারি ছায়াতলের ছায়াতুর
স্বপ্নতলে।

ওগো, ওগো প্রিয়া তুমি এসে-পড় বসে
খুলে এসে দাঁড়াও আমারি দ্বারে
পড়-বসে আমারি হৃদয় ছায়াতলে
কিবা ওগো প্রিয়া তুমি খুলে দাও দ্বার।
সময় থাকিতে প্রিয়া এসো পড় দ্বারে
না হয় পাবে না, পাবে না সেথায় খুঁজবে যেথায়
যে কুলে-ই হারিয়ে যাইব তোমারি পথ চেয়ে চেয়ে
ওগো প্রিয়া তুমি এখনি পড় এসে, এসে পড় দ্বারে।
রাত সারারাত প্রভাতে পাখির ডাক
এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে করেছি রাত্রি পার
ওগো প্রিয়া তুমি খুলে দাও দ্বার
এসে পড় আমারি শূন্য-দ্বারে, আমারি হৃদয়- হৃদয় ছায়াতলে।
থেকো ভালো, ভালো থাকো ওগো প্রিয়া তুমি
ইহাই শেষ পত্র আমার, ইহাই শেষবাণী
তোমরি প্রহরে রাত প্রহর গুনছি যে আমি
আছিও-থাকিব প্রতীক্ষায় তুমারি

এসো এসো, এসো প্রিয়া এসোই , এসো খুলে দ্বার।

রাত সারারাত প্রভাতে পাখির ডাক

এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে করেছি গতরাত্রি পার

ওগো প্রিয়া তুমি খুলে দাও দ্বার, খুলে দাও দ্বার।

নবাবপুর, ঢাকা।

২২/৭/১৬

হে বিধাতা

কামরুল হাছান

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন

করব পাঠ আমি এখন

তোমার কাছে লেখা প্রদীপ্ত-তৃপ্তিময়ী এ কবিতা

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন।

অনুরোধ নয়- হে বিধাতা

এটাই আমার প্রাপ্য, এটাই আকুলতা

চাই না যেতে পরকালের তরে

চাই বাঁচতে তোমার এ বসুমতীতে

থাকতে চাই শুধু শস্য-শ্যামল বাংলার সরোবরের পাড়ে।

অনুরোধ নয়- হে বিধাতা

এটাই আমার প্রাপ্য, এটাই আকুলতা

চাই না যেতে ত্রিদশালয়ের গহীনে

যেতে চাই, চাই যেতে-

বসুমতীর জলনিধির পাড়ে।

বিধাতা, হে বিধাতা

থাকতে চাই- বাংলার শস্য-শ্যামল তটিনীর পাড়ে

বাঁচতে চাই শুধু এ বাংলার কূলে-কূলে

চাই না যেতে বাংলার মাটি হতে

হে বিধাতা, হে বিধাতা

নয় অনুরোধ, এটাই আকুলতা

চাই না যেতে, চাই বাঁচতে

হে বিধাতা আমার, হে বিধাতা।

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন

তোমার কাছে লেখা আমার প্রদীপ্ত-তৃপ্তিময়ী এ কবিতা

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন।

নবাবপুর রোড, ঢাকা।

০১.১১.১৬

--কামরুল হাছান

রাত: ২:৩৪, ১৭.০৩.১৬, ওয়ারী, ঢাকা।

[illegible]

জীবনটা যদি আমার হত

কামরুল হাছান

জীবনটা যদি আমার হত

উড়ে বেড়াতাম পৃথিবীর এপার-ওপার কিবা গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র রাজি

উল্লম্ব পাহাড়ের বাঁকে কিংবা সাগরের তলদেশে

মৃদু চাহনীতে লুকিয়ে হাসতাম

হাসতাম প্রিয়ার আলপনার খাঁজে খাঁজে

কিবা তার ফাল্গুন-বৈশাখে কান্তিমতী খোঁপা বাঁধা ফুলের বাঁধনে

জীবনটা যদি আমার হত।

জীবনটা যদি আমার হত

প্রভজন হয়ে ঘুরে বেড়াতাম

গ্রহ-পৃথিবীর একূল-ওকূল

বিটপীর ন্যায় হতাম প্রণয়ী

যেথায় পড়ত লুটায় হিতৈষী-অরাতি

একটু অমরাবতীর সম্ভোগে

যদি জীবনটা আমার হত।

জীবনটা যদি আমার হত

হতাম ব্রত মুক্তচিন্তামনায়

মুক্তার খোঁজে

যেথা লুকিয়ে হাসছে চক্ষুলোকের

অস্পষ্ট পথের ধূলাময়ী পথ-প্রান্তরে

হতাম ব্রত নতুন ত্রিশালয়ের খোঁজে

জীবনটা যদি আমার হত।

জীবনটা যদি আমার হত

হত না যেতে শঙ্খনীল কারাগারে

যেথায় অনেকে পড়েছে লুটায়

লেঠাময়ী বসুধার মায়াজালে

তব হত দূরিত পুণ্য ভূত্বতে

ধরায় থাকতাম আসাড়ও শান্তিতে

যদি জীবনটা আমার হত।

আপসোস! জীবনটা তো আর আমার নয়

যেথা পড়েছে আটকে পৃথিবীর মায়াজালে

পড়েছে লুটায় এপার-ওপারে

গলিত মিশ্রণে গলিয়ে হেলিয়ে

বহু জীবনের মায়াজালা-মায়াময়ে

আটকে পড়েছি বসুধার মায়াজালে

যদি জীবনটা আমার হত।

জীবনটা যদি আমার হত

আমি তো আর আমার নয়

আমি তো বহু জীবনের জীবনে

তব জীবন পড়েছে আটকে মায়াময়ী জীবনের জীবনে

জীবনটা যদি আমার হত

ভবঘুরে বেড়াতাম অজানাকে জানার খোঁজে

যদি জীবনটা শুধু আমার হত।

০৬.০৪.১৬ ওয়ারী, ঢাকা।

মানবতা

কামরুল হাছান

দেখ, জেগে জেগে দেখ, ঘুমিয়ে জেগে দেখ

সব-ই তো স্রষ্টার সৃষ্টির খেলা

উপর-নিচ দেখ, এপাড়-ওপাড় দেখ

সব-ই তো এক স্রষ্টার সৃষ্টির মেলা।

ভগবান বলে কেউবা, কেউবা বলে ঈশ্বর

সবাই দেবভূমির লক্ষ্যেই-তো একই বন্দনায় ভ্রত

কেউবা বলে বিধাতা, কেউবা বলে ব্রহ্মা কিবা জগদাধিপতি

চায় দেবভূমির আনুকূল্য- কিবা আহুত চায় সকলি।

স্রষ্টা করেছে গাত্র দান, অপর্ণ করেছে মানবতার প্রাণ

নেই শিশুপ্রাণে- কোন ধর্ম কিবা ভেদাভেদের গান

কেউ বলে নবী-রাসুলের বাণী, কেউবা বলে ঠাকুর-অজর-অমর-ত্রিদশ-
সুর কিবা দেবের বাণী

দেখেছ কি তুমি! বুঝেছ কি তাহা! নাকি বুঝ না!

দেখ-দেখ-দেখ, চোখ মেলিয়ে দেখ কিবা কান পেতে শুন

ধর্ম নয় প্রাণ, মানবতাই তাদের গান।

বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, শাহাবাগ।

১৬.০৭.১৬

হে বিধাতা

কামরুল হাছান

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন

করব পাঠ আমি এখন

তোমার কাছে লেখা প্রদীপ্ত-তৃপ্তিময়ী এ কবিতা

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন।

অনুরোধ নয়- হে বিধাতা

এটাই আমার প্রাপ্য, এটাই আকুলতা

চাই না যেতে পরকালের তরে

চাই বাঁচতে তোমার এ বসুমতীতে

থাকতে চাই শুধু শস্য-শ্যামল বাংলার সরোবরের পাড়ে।

অনুরোধ নয়- হে বিধাতা

এটাই আমার প্রাপ্য, এটাই আকুলতা

চাই না যেতে ত্রিদশালয়ের গহীনে

যেতে চাই, চাই যেতে-

বসুমতীর জলনিধির পাড়ে।

বিধাতা, হে বিধাতা

থাকতে চাই- বাংলার শস্য-শ্যামল তটিনীর পাড়ে

বাঁচতে চাই শুধু এ বাংলার কূলে-কূলে

চাই না যেতে বাংলার মাটি হতে

হে বিধাতা, হে বিধাতা

নয় অনুরোধ, এটাই আকুলতা

চাই না যেতে, চাই বাঁচতে

হে বিধাতা আমার, হে বিধাতা।

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন

তোমার কাছে লেখা আমার প্রদীপ্ত-তৃপ্তিময়ী এ কবিতা

অভিবাদন হে বিধাতা, অভিবাদন।

নবাবপুর রোড, ঢাকা।

০১.১১.১৬